INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট

ARTICLES

1. How IAB Chattogram Chapter Started
2. Smart City
3. Our Urbanism: In Respect Retrospect & Restitution
4. ইউরোপের তস্য গলি ও অবারিত উন্মুক্ত প্লাজা
5. Jaipur Heritage Workshop Tour
6. Akij Selections: Select From The Best

IAB

CHATTOGRAM CHAPTER
FOUNDING ANNIVERSARY
SPECIAL ISSUE

DECEMBER, 2022

IAB

IAB-CTG 10TH CC SPECIAL ISSUE

PUBLISHED: DECEMBER'22

HANDS

FACE

SPACE

© All rights reserved by the Institute of Architects Bangladesh, Chattogram Chapter. Reproduction any content without prior written consent from IAB is prohibited.

EDITOR

Ar. Mainul Hassan Tuheen

EDITORIAL PANEL

Ar. Faruk Ahmed

Ar. Fazle Imran Chowdhury

Ar. Bijoy Shankar Talukder

GRAPHICS & ILLUSTRATION

Ar. Thowhidul Islam

Ar. Uddipta Das

Wahed Abdullah

OFFICE SUPPORT

Mr. Bidhan Talukder
Mr. Tripura Debu

PRINTING

Fine Dot

PUBLISHER

Institute of Architects Bangladesh (IAB), Chattogram Chapter
10th Chapter Committee
Address:
Apartment #A5 (4th floor)
12/B, Shahid Saifuddin Khaled Road, Chattogram.
Telephone: +8802333354411

08 HOW IAB-CHATTOGRAM CHAPTER STARTED

Architect Samsud Tauheed / Architect Faruk Ahmed

12 SMART CITY

Architect Ashiq Imran

14 OUR URBANISM: IN RESPECT RETROSPECT & RESTITUTION

Dr. Sheikh Serajul Hakim

18 ইউরোপের তস্য গলি ও অবারিত উন্মুক্ত প্লাজা

স্থপতি মাহফুজুল হক জগলুল

24 JAIPUR HERITAGE WORKSHOP TOUR AN ARCASIA TEACHERS' TRAINING INITIATIVE

Architect Prinia Abbasi Khanm

32 AKIJ SELECTIONS: SELECT FROM THE BEST

Mohammod Khourshed Alam

38 ANNIVERSARY CELEBRATION 2021

PHOTO ALBUM

INDEX

১০ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালন উৎসবের মহেন্দ্রক্ষনে, এশিয়ার ২২ টি দেশের স্থপতিদের সংগঠন আর্কিটেক্টস রিজিওনাল কাউন্সিল অফ এশিয়া (আর্ক্এশিয়া) এর পক্ষ হতে চট্টগ্রাম আইএবির সকল সদস্যকে জানাই প্রানঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই চ্যাপ্টার এর আজকের সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য অগণিত মানুষের পরিশ্রম, ভালোবাসা, পরামর্শ ও পৃষ্টপোষকতা জড়িত রয়েছে, তাদেরকে আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

পঞ্চাশে উত্তীর্ণ বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর প্রথম চ্যাপ্টার স্থাপিত হয় এই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে, যার সূচনালগ্ন হতে অনেকদিন যাবৎ গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রায়ত স্থপতি মোহাম্মদ তাসলিমুদ্দিন চৌধুরী, তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। জন্মলগ্ন হতে আজ পর্যন্ত অনেক উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের পিছনে আছে অনেক স্থপতির নিরলস পরিশ্রম ও মেধা। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও পেশার উন্নয়ন সাধনে নিয়মিত আয়োজন করে যাচ্ছেন, সিপিডি, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, এবং প্রকাশ করে যাচ্ছে নিউজলেটার। এমনকি এই প্রথম বারের মতো তরুণ মেধাবী স্থপতিদের উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষে গোলপাহাড় মহাশ্মশান কালী মন্দির এর নকশা প্রণয়ন এর জন্য আয়োজন করেছে উন্মুক্ত ডিজাইন প্রতিযোগিতা। নির্বাচিত প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে আধুনিক মন্দির স্থাপত্যে সংযোজন হবে নতুন রূপবিদ্যা, একইসাথে বন্দর নাগরির স্থাপত্যে অঙ্গনে যুক্ত হবে নতুন আইকন। যা সকল সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারক মহলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে স্থপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট এর সাথে সম্পৃক্ত হতে। এই ছোট ছোট উদ্যোগ এর কারণে আধুনিক ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম নগর তৈরিতে স্থপতি ইনস্টিটিউট অর্জন করবে জনগণের আস্থা। তাই এই কর্মযজ্ঞের ধারক ও বাহক দশম চ্যাপ্টার কমিটির সকল কাযনির্বাহী সদস্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল উৎসব ও অনুষ্ঠানমালার সাফল্য কামনা করছি। একই সাথে আশা করছি এই চ্যাপ্টার এর ভবিষৎ পথ চলা হউক আনন্দের, উৎকর্ষের এবং সফলতার।

আসুন আমরা একসাথে সকল পেশাজীবী, নীতি নির্ধারকবৃন্দ ও সুশীল সমাজ মিলে এই বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এর ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের হাত প্রসারিত করি।

স্থপতি ড, আবু সাইদ এম আহমেদ
প্রেসিডেন্ট
আর্কিটেক্টস রিজিওনাল কাউন্সিল অফ এশিয়া (ARCASIA)

My heart is overjoyed knowing that a special editorial is going to cover this occasion of the founding anniversary. Greetings to all on behalf of the 10th Chapter Committee.

For any organization to carry out its duties effectively, an office space of its own is a necessity. We, at IAB, are no exception to this and therefore we need our own office space to continue all of our activities. I have taken many effective steps to acquire land or an office space after taking the assignment of the 10th Chapter Committee. Papers were sent to the concerned authority and ministry to materialize the process. You will be pleased to know that we have received a positive response from the ministry, and I am constantly maintaining communication regarding this matter. I hope to relay the good news to you very soon.

In our architectural profession, it is a very important affair to arrange competitions, as such competitions can conjoin architects on significant projects and reap outstanding results. The 10th Chapter Committee successfully arranged a competition on Golpahar Mohashoshan Kali
Mondir and received an overwhelming, positive response. This competition reached a milestone as many architects across the country participated and the assessment was accurate with laudable acceptance. It is worthy of mention that to my knowledge, a competition of this scale and sort has not been arranged before. I thank all the concerned people involved in the process.

Moreover, I have tried my best to make a notable mark being a delegate of IAB at CDA on various important schemes. On behalf of IAB, I have also tried to create a voice to highlight the importance of the role of architects of Chattogram in various development projects through various talk shows and print media.

IAB Chapter CTG has continued its activities despite the odds. We have successfully observed different national days, various seminars, CPDL and other events.

Our brilliant Bangladeshi architects have already upheld their success in front of the world. The necessary steps have been taken to honor these architects and encourage the young and upcoming architects.

I am hopeful that after the passing of the 10th Chapter, the 11th Chapter committee will only successfully carry this positive momentum forwards.

I thank you all for the smooth completion of the founding anniversary. In addition, I would like to extend my warm wishes for all the other members of the 10th Committee for their hard work and cooperation.

Ar. Ashiq Imran
Chairman
10th Chapter Committee
IAB, Chattogram Chapter

দেখতে দেখতে আরো একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ১৯ ও ২০ নভেম্বর ছিলো দুদিনব্যাপী ফাউন্ডিং এনিভারসারীর কার্যক্রম। এবার নানান প্রতিকূলতা ও অনিবার্য কারণে একদিনের মধ্যেই সীমিত রাখতে হয়েছে ফাউন্ডিং এনিভারসারীর কার্যক্রম। এই উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত বোধ করছি।সবাইকে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১০ম কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ ১০ম চ্যাপ্টার কমিটি একেবারে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে। অনেক প্রতিশ্রুতির ইশারা দিয়ে আগমন হলেও অতিমারীর দ্বিতীয় ছোবল ও নানানবিধ প্রতিবন্ধকতায় প্রতিশ্রুতির অনেকাংশ পূরণ না হলেও যা কিছু অর্জন হয়েছে তাও কম নয়। গোলপাহাড় মহাশ্মশান কালিমন্দির ডিজাইন কম্পিটিশন আয়োজন এবং তা বিতর্কের উর্ধে থেকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা এই কমিটির একটি অন্যতম অর্জন। সময়ের নানান বিপত্তির মধ্যেও যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এর ফলাফল নির্বিঘ্নে উপস্থাপিত হয়েছে তাদেরকে অত্যন্ত সোহার্যপূর্ন অভিনন্দন জানাই।অনেকদিনের একটা লালিত স্বপ্ন ছিল বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের একটি নিজস্ব ঠিকানার। এই ব্যাপারে মন্ত্রনালয় থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাওয়াও আরো একটি অন্যতম অর্জন। ১০ম চ্যাপ্টার কমিটির চেয়ারম্যান, সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যদেরকেও জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন।

গত দুই বছরের কার্যক্রমের মেয়াদে ফাউন্ডিং এনিভারসারীসহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সভা, সেমিনার, ওয়েবিনার আয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময় দিয়েছে তাদেরকেও জানাই অভিনন্দন।বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের পথচলায় আমরা আমাদের স্থাপত্য অঙ্গনের অনেক জেষ্ঠ্য স্থপতি ও কনিষ্ঠ স্থপতিদের হারিয়েছি তাদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা। তাছাড়া উপদেষ্টামণ্ডলীর জৈষ্ঠ্য স্থপতিরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও উপদেশ দিয়ে ১০ম চ্যাপ্টার কমিটির পথচলাকে সহজ করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চা আজ বেশ সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছে। বৈশ্বিক অস্থিরতা আমাদের দেশের স্থাপত্য শিল্পকেও প্রভাবিত করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের বেশ কিছু স্বনামধন্য স্থপতিরা তাদের স্থাপত্যকর্মের সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই।

ফাউন্ডিং এনিভারসারীর বিশেষসংখ্যায় যারা লেখা, ছবি ও প্রকাশনায় ভূমিকা রেখেছেন, কষ্ট করেছেন তাদের সবাইকে জানাই অভিনন্দন। ১০ম কমিটির পর ১১তম কমিটি তার সাফল্যের ধারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন এমনই এক আকাশসম প্রত্যাশা।সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্থপতি ফারুক আহমেদ
ডেপুটি চেয়ারম্যান
১০ম চ্যাপ্টার কমিটি
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট - চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

অবশ্যই এটা একটা আনন্দের সংবাদ যে, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই উদযাপনের নেপথ্যে আছেন ১০ম কমিটি, বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার। শুধু যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তাই নয়, সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে স্থপতিদের যারা দেশের জন্য বয়ে এনেছেন অনন্য সম্মাননা এবং তাঁদের মধ্যে আছেন সদ্য সমাপ্ত গোলপাহাড় মহাশ্মশান কালী মন্দির স্থাপত্য প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা। পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাবো বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের অনবদ্য পথ চলার গল্প। গল্পটা হচ্ছে সাধ্যের জোয়ার ঠেলে পেশা হিসেবে স্থাপত্য চর্চাকে একটি স্থিতির অবস্থানে নিয়ে যাবার। স্থপতিদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সবসময় সচেষ্ট থাকে বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর কর্মকান্ড অনেক সময় সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও অনেক সময় পূরণ হয় না। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে এবং আমার বিশ্বাস যে, আগামী সময়গুলোতে বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার তাদের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে এবং স্থাপত্য পেশাকে একটি স্থায়ী ও সফল পর্যায়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আমন্ত্রিত অতিথিদের, আমন্ত্রিত স্থপতিদের এবং চট্টগ্রামের স্থপতি সমাজকে। যাদের নিরলস পরিশ্রমে বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের এই ক্ষণটিকে উজ্জ্বল করছে তাদের প্রতি রইলো নিরন্তর শুভ কামনা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ।

স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী
সম্পাদক
১০ম চ্যাপ্টার কমিটি
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট- চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

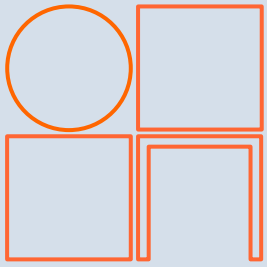
ANNIVERSARY
SPECIAL ISSUE

ARTICLE

HOW 'INSTITUTE OF ARCHITECTS' CHATTOGRAM CHAPTER STARTED.

Architect Samsud Tauheed

Architect Faruk Ahmed

The president of the 7th Executive Council of the "Institute of Architects," architect Mahbubul Haque, paid a visit to Chattogram and conducted a cordial interview with the city's working architects. The event took place on October 3, 1985, at 7 o'clock at the home of architect Zarina Hossain. The establishment of a "Institute of Architects" branch in Chattogram was considered at the meeting. As a result, architect Samsud Touhid was asked by architect Zarina Hossain to set up a committee for the Institute of Architects, Chattogram. In accordance with the latter, the Chattogram branch of the "Institute of Architects" was established with architect Samsud Touhid serving as general secretary and architect Ahmed Jinnur Chowdhury serving as president.

It should be recalled that the first Bangladesh Institute of Architects was founded on February 25, 1972, following Bangladesh's independence in 1971. Architect Yafes Osman served as general secretary, and architect Mazharul Islam served as president. But as a result of a lack of architects, its operations stopped.

In order to advance the profession generally, architects practicing in Chattogram felt the need to form a branch of the Bangladesh Institute of Architects there in 1996. Architect Shamsul Wares, who was serving as the 15th executive committee president of the Institute of Architects at the time, was contacted about this in May 1996. In this meeting of the executive committee, it was approved as a result. Through a letter, president architect Shamsul Wares asked architect Ahmed Jinnur Chowdhury to establish a full-fledged branch committee. The first planning meeting with architects working in Chattogram was conducted on July 1st, 1996, in response to the aforementioned letter and the Institute of Architects' decision to form the Institute of Architects Chattogram Chapter. A planning committee was established at the conference, led by architect Ahmed Jinnur Chowdhury and included architects Faruk Ahmed and Ashiq Imran.

On July 7, 1996, at 5:30 PM, a meeting was conducted at Hiraman Associates Limited's headquarters (Mannan Bhavan, Noor Ahmed Road, Chattogram) to discuss the formation of an Institute of Architects branch in Chattogram. Veteran architect Bidhan Barua presided over the gathering and oversaw the election. In Chattogram during the time, 23 architects were employed. In accordance with clause (5.12) of the Institute of Architects' constitution, a subcommittee of 7 members has been established.

Sub-committee:

1. Architect Ahmed Jinnur Chowdhury – Convener
2. Architect Zarina Hossain - Joint Convener
3. Architect Kazi Samsud Touhid - Joint Convener
4. Architect Shahinul Islam Khan – Member
5. Architect Shahidul Hoque – Member
6. Architect Faruk Ahmed – Member
7. Architect Ashiq Imran – Member

The committee is chosen by first submitting names and then reading support from the in attendance members. Following the vote, architect Bidhan Barua revealed the members of the successful plenary committee. The Institute of Architects Chattogram Chapter's temporary office was decided upon during the meeting and would be located at "Hiraman Associates Limited," Noor Ahmed Road, Chattogram. On July 11th, 1996, the Institute of Architects Chattogram Chapter conducted its inaugural executive meeting. The individual tasks of each member of the executive committee are assigned to facilitate their work during the meeting.

1. Architect Ahmed Jinnur Chowdhury – President
2. Architect Zarina Hossain – Vice President
3. Architect Kazi Samsud Touhid – General Secretary
4. Architect Faruk Ahmed – Joint Secretary
5. Architect Shahinul Islam Khan – Member (Administration)
6. Architect Shahidul Hoque – Member (Public Relations)
7. Architect Ashiq Imran – Member (Treasurer)

After the Institute of Architects Chattogram Chapter was established, the CDA chairman and its representatives met on multiple occasions to discuss professional development. Additionally, the Institute of Architects is crucial in bringing about the necessary constitutional modifications. Till 1999, the Institute of Architects Chattogram Chapter was still in functioning. But as a result of unavoidable circumstances and a lack of support, its operations halted. The Institute of Architects Chattogram Chapter was once again necessary beginning in 2003. At that point, Chattogram had twice as many active architects. Professional architects encountered a variety of issues in the absence of a standardized platform. In light of this, a number of meetings were held in the conference room of the offices of architects Taslim Uddin and Zarina Hossain of the publication "Dainik Purbokone" and "Adhibas," respectively. Mobashwer Hossain, president of the 15th executive committee of the Institute of Architects, and Sanaul Haque, general secretary, offered a great deal of assistance and assurance in this respect.

Annual General Meeting-2005 of IAB Chattogram Chapter

Annual Dinner-2006 of IAB Chattogram Chapter

Bi-Annual General Meeting and Election-2013

Annual General Meeting of IAB Chattogram Chapter in the year 2013

Emergent General Meeting of IAB Chattogram Chapter in the year 2013

Celebration of Victory Day on 16 December 2015

Architects in Chattogram had long sensed the need to increase the operations of the Institute of Architects there. The executive council of the Institute of Architects' cooperation in this sector has mirrored the goals of Chattogram's architects. The office of the Institute of Architects in Chattogram was established on September 27, 2003, thanks to the honest efforts and enthusiasm of Chattogram-based architects. To celebrate the inauguration, a large event was planned in the Institution of Engineers (IEB) auditorium. The celebration was overseen by architect Mobaswer Hossain, and honourable mayor ABM Mohiuddin Chowdhury of Chattogram City Corporation was the chief guest. The majority of the current executive council members as well as a few former council members were present at the event.

The opening ceremony featured two previous Institute of Architects presidents. The local Daily Purbokone newspaper ran a full-page circular in honour of this inauguration. In keeping with this, the Institute of Architects Chattogram Chapter continues to conduct meetings, seminars, workshops, and other events for the general advancement of the profession. Subsequently the 8th, 9th and 10th Chapter Committee celebrates Founding anniversary.

Annual Dinner-2006 of IAB-Chattogram Chapter

SMART CITY

Ar. Ashiq Imran
Chairman,
IAB Chattogram Chapter

Cities are the engines of growth for the economy of every nation.The need for urbanization is due on one hand to the migration of population from rural areas to cities- in hope for a better life (for jobs, education ,medical care, access to culture, etc.).The quality of life was significantly improved in the last century mainly as regards the access to services however the heavy industrialization and increasing population in the urban areas has been a big challenge for administrators, architects and urban planners. As our planet becomes more "urban" the cities have to become smarter. The extended urbanization requires new methods and ways, innovative, to administrate the complexity of the urban life: overpopulation, energy consumption, resources management and environment protection, etc.

Most of the new mega cities are located in developing countries, having a large number of poor people and limited resources, infrastructures or systems that cannot satisfy the increasing demand .

These mega-cities, wide in surface, are not capable of appropriately develop to meet the rate of increase of the number of inhabitants, are chaotic and dangerous, having limited health and education services. Under these conditions, the competition for food, water and energy resources will rapidly increase. The number of megacities in 2014 was 28, three times bigger than in 1990 and in 2030 the estimation is for 41.

Although the cities occupy only 2% of the planet's surface, they accommodate about 50% of the world population .consumes 75% of the total generated energy and are responsible for 80% of the greenhouse effect.

This is the reason why the urban development and its associated problems have been intensively discussed in the last years at many international and national conferences.
As a conclusion, the preoccupation for smart development of cities is a hope for reducing poverty, inequality and unemployment and also for efficient management of energy resources. According to the United Nations population fund, in 2014, 54% of the world's population lived in urban areas, approximately 3.3 billion people. By 2030, roughly 66% or 5 billion people will live in urban areas. This not only represents a massive challenge in how we build and manage cities but a significant opportunity to improve the lives of billions of people.

Rising to the challenge, engineers worldwide are turning to new technology -such as the Cyber Physical Systems, 5G and Data analytics- searching for new approaches and solutions that will improve city transportation ,water and waste management, energy usage and a host of their infrastructure issues that underpin the operation of cities and the lifestyle of urban citizens.

There are many definitions for smart cities, ranging from those that focus exclusively on the infrastructure to those that focus more on enabling citizens and communities to act smarter. While no one definition suits all cities, a useful definition we may use:

A smart sustainable city is an innovative city that uses information and communication technologies (ICTs) and other means to improve quality of life, efficiency of urban operation and services, and competitiveness, while ensuring that it meets the needs of present and future generations with respect to economic, social and environmental aspects.

This definition, emphasizes that a smart city is not just a city that leverages new technologies, but is a complex ecosystem made up of many stakeholders including citizens, city authorities, local companies and industry and community groups. It should be emphasized that the geographical boundaries of what is called a smart city may be wider than the city itself, gathering multiple governance bodies and municipalities to define services at the metropolitan or regional scale.

Another significant trend in smart cities is the adaptation and exploitation of open data. Open data in the context of smart city is refers to public policy that requires or encourages public agencies to release data sets and make them freely accessible.
In the approach to the Smart Cities Mission, the objective is to promote cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of 'Smart' Solutions.

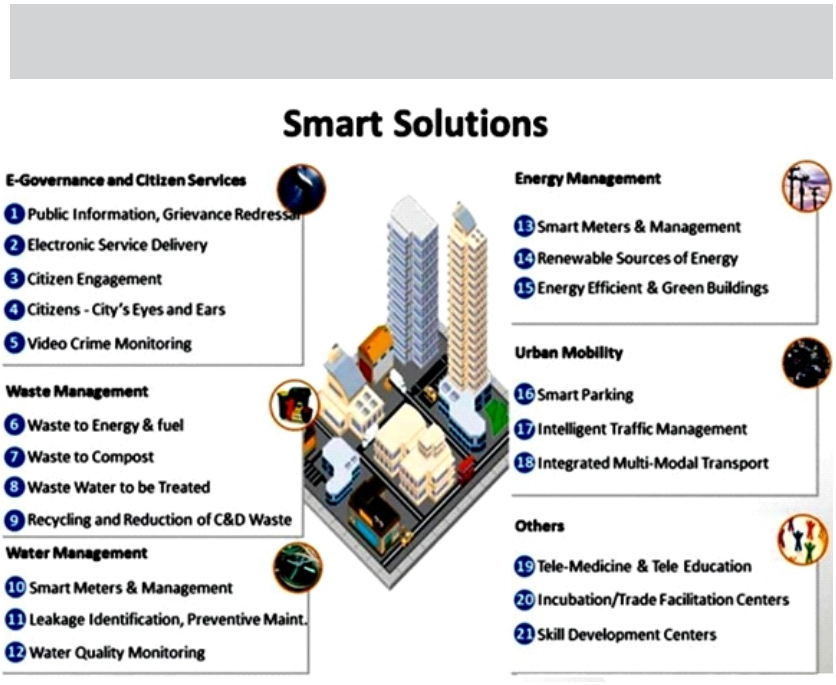

THE CORE INFRASTRUCTURE ELEMENTS IN A SMART CITY WOULD INCLUDE:

1. Adequate Water Supply
2. Assured Electricity Supply
3. Sanitation, including Solid Waste Management
4. Efficient Urban Mobility and Public Transport
5. Affordable housing, especially for the poor
6. Robust IT connectivity and digitalization
7. Good governance, especially e-Governance and citizen participation
8. Sustainable environment
9. Safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly, and
10. Health and Education.

The strategic components of area-based development in the Smart Cities Mission are city improvement (retrofitting), city renewal (redevelopment) and city extension (green-field development) plus a Pan-city initiative in which Smart Solutions are applied covering larger parts of the city.

Below are given the descriptions of the three models of Area-based smart city development:
Retrofitting will introduce planning in an existing built-up area to achieve smart city objectives, along with other objectives, to make the existing area more efficient and livable. In retrofitting, an area consisting of more than 500 acres will be identified by the city in consultation with citizens.
Redevelopment will effect a replacement of the existing built-up environment and enable co-creation of a new layout with enhanced infrastructure using mixed land use and increased density. Redevelopment envisages an area of more than 50 acres, identified by Urban Local Bodies (ULBs) in consultation with citizens.

Greenfield development will introduce most of the Smart Solutions in a previously vacant area (more than 250 acres) using innovative planning, plan financing and plan implementation tools (e.g. land pooling/ land reconstitution) with provision for affordable housing, especially for the poor. Greenfield developments are required around cities in order to address the needs of the expanding population. As far as Smart Solutions are concerned, an illustrative list is given below. This is not, however, an exhaustive list, and cities are free to add more applications.

Greenfield development will introduce most of the Smart Solutions in a previously vacant area (more than 250 acres) using innovative planning, plan financing and plan implementation tools (e.g. land pooling/ land reconstitution) with provision for affordable housing, especially for the poor. Greenfield developments are required around cities in order to address the needs of the expanding population.As far as Smart Solutions are concerned, an illustrative list is given below. This is not, however, an exhaustive list, and cities are free to add more applications.

Accordingly, the purpose of the Smart Cities Mission is to drive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local area development and harnessing technology, especially technology that leads to Smart outcomes. Area-based development will transform existing areas (retrofit and redevelop), including slums, into better planned ones, thereby improving livability of the whole City. New areas (Greenfield) will be developed around cities.

In order to accommodate the expanding population in urban areas. Application of Smart solutions will enable cities to use technology, information and data to improve infrastructure and services. Comprehensive development in this way will improve quality of life, create employment and enhance incomes for all, especially the poor and the disadvantaged, leading to inclusive Cities.

SMART CITY FEATURES

Some typical features of comprehensive development in Smart Cities are described below.

1. Promoting mixed land use in area-based developments — planning for 'unplanned areas' containing a range of compatible activities and land uses close to one another in order to make land use more efficient. The States will enable some flexibility in land use and building bye-laws to adapt to change

2. Housing and inclusiveness — expand housing opportunities for all

3. Creating walk able localities — reduce congestion, air pollution and resource depletion, boost local economy, promote interactions and ensure security. The road network is created or refurbished not only for vehicles and public transport, but also for pedestrians and cyclists, and necessary administrative services are offered within walking or cycling distance

4. Preserving and developing open spaces — parks, playgrounds, and recreational spaces in order to enhance the quality of life of citizens, reduce the urban heat effects in Areas and generally promote eco-balance

5. Promoting a variety of transport options — Transit Oriented Development (TOD), public transport and last mile para-transport connectivity

6. Making governance citizen-friendly and cost effective — increasingly rely on online services to bring about accountability and transparency, especially using mobiles to reduce cost of services and providing services without having to go to municipal offices; form e-groups to listen to people and obtain feedback and use online monitoring of programs and activities with the aid of cyber tour of worksites

7. Giving an identity to the city — based on its main economic activity, such as local cuisine, health, education, arts and craft, culture, sports goods, furniture, hosiery, textile, dairy, etc

8. Applying Smart Solutions to infrastructure and services in area-based development in order to make them better. For example, making Areas less vulnerable to disasters, using fewer resources, and providing cheaper services.

Our URBANISM: in Retrospect and Restitution

Prof. Dr. Sheikh Serajul Hakim
Head, Architecture Discipline, Khulna University
Mail: serajulhakim@arch.ku.ac.bd

The goodness of the city

I remember talking to David (Satterthwaite, editor of *Environment and Urbanization* Journal and an eminent urban thinker of our time) at the IHS lobby at Rotterdam back in 2008. It was a typically cold winter evening as we shared our views on 'the city' and, more particularly, about being 'urban' *per se*. David was here explaining to me the merits of the 'urban'. I decided to 'listen and learn' and play the role of a listener to David not only because he was a Londoner for decades while I was a 'to-be-urbanite' second generation of a rural-to-urban migrant family in a typical third-world city. Instead, David's authority on third-world urbanisation processes and his influential critiques of numerous World Bank urban policies made me pick my position.

Responding to my questions on what makes the city such a magnet, his answer, as always, was uncomplicated. "Compactness", he said; "cities in all their density have this amazing capability to accommodate and fulfil individual desires, you know...it is a machine that serves the humane; this is what makes me love being a city-dweller". Although I had sufficient doubt about his comments, I realised the profundity of his message only as time went by. Indeed, a city is both a space and a place where we all love to rub shoulders with each other and form a society amongst utter strangeness; this is what 'compactness' implies allegorically.

The familiar problems with a 'not so unfamiliar' root

Cities this way remain an emblem of aspiration for many. Take Dhaka, for instance. Dhaka is a symbol of hope for most Bangladeshi people, including the labour migrant, the student, the middle-class jobseeker, the petty businessman, and the wealthier amongst the population. Yet Dhaka and similar cities often appear as if they are the centre of all evil. They are frequently portrayed as the root of all social ills or depicted as the godforsaken residence of sinners and muggers, while city streets are labelled as the devil's habitat. Cities are said to pollute, deprive, disturb and degenerate. But one wonders how often the underlying forces behind the devil are questioned before blaming the cities themselves. One wonders how much our conscious decision-making and often collective carelessness led to the present evil of the city in the first place. Are cities like Dhaka to be blamed for what they are now, or is it the way and underlying intentions by which Dhaka has been allowed to urbanise, particularly during the post-independence decades?

Several problems can be immediately associated with the urbanisation of Bangladesh and particularly Dhaka. Although well-known may be, affordable housing (for both middle- and lower-income groups), a very speculative land market, inadequate and often inaccessible public transportation, carrying capacity of this network, a severe lack of public space and outdoor recreation facilities, supply shortage of water, electricity and gas should be remembered amongst the most daunting ones.

However, the historical politics played by all decision-making regimes need to be held guilty above all. Although consensual acts over most national issues are a rarity irrespective of political brands, there is little difference between various political regimes' adoption (or non-adoption?) of urban policies historically. Irrespective of Colonia-influenced bureaucratic planning legacy or politically charged electoral manifestoes, none has touched upon the root cause of all urban evils in our so-called democratic society. If equality and equity are the keywords that attribute democracy, 'centrality' and 'uneven development' remain the diametrically opposite tradition that pertains to most of the planning and policy-making efforts, particularly in post-1971 urban Bangladesh. Dhaka has proved to be one particular victim of this policy-making culture.

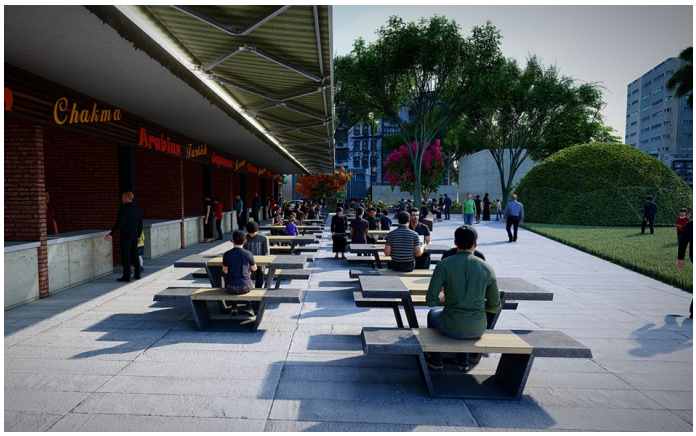

Roots to the perils: too much centre and least periphery

It was no wonder the Mughals chose Dhaka as 'the setting' for their Capital. It was a strategically important post for the British Raj, even in the proximal presence of Kolkata. In addition to Dhaka's political significance, the geographical factors such as the higher tract of land amid swamps and rivers, its comparatively moderate micro-climate, more accessible communication with other parts of Bengal, and above all, Dhaka's accommodativeness to many different cultures – all helped it becoming Bengal's ultimate centre.

It, however, played against Dhaka in the longer run. Dhaka became the victim of its repute since it always enjoyed significant attention compared to other locations of Bengal (and later Bangladesh). Even under modern-day democracy (opposite to anything central), Dhaka continued to be seen as the most prominent city in Bengal. At the same time, the so-called planning and policy-making regimes remained myopic enough not to foresee its eventual future.

Other views suggest that many decision-makers intentionally overlooked the consequences and were only interested in short-term and more personal benefits. Almost all educational and cultural institutions, government offices, head offices of key political parties, and business organisations – both government and non-government- were set up within the catchment of Dhaka. It became almost inconceivable to think of prominent institutions being established outside Dhaka!

Henceforth, the lion's share of the country's monetary resources started channelling into Dhaka. Due to an absolute concentration of economic activities and subsequent policy changes (in favour of industrialisation switching from agriculture) as suggested by the World Bank and IMF during the 1980s and 1990s, rural peasants, who had a minor incentive to stay in agriculture, started moving into the city.

This was fuelled by the 'free market' regime, who, although describing themselves as the flag-bearer of democracy (hence justice), did promote setting up low-end and labour-intensive export-oriented industries not elsewhere in the country but in Dhaka. Considering that the logical locations for export-oriented sectors would be the sites closest to seaports (i.e. Chittagong and Mongla), hundreds of these were again allowed to set up within disturbing proximity to Dhaka. Neither any public policy intervened and controlled such development, nor were the long-term consequences foreseen.

It was also when the land price escalated due to the over-concentration of economic activities and consecutive cash flows onto a particular location.

Successive governments utterly failed to control the land market; thus, speculators and land-grabbers were allowed to control the delivery of this culturally significant scarce resource. Due to this high land price, single detached houses started to be replaced by high-rise apartments. Development control failed and, at times, remained impossible.

The government also failed to produce an appropriate policy framework to warrant that the 'developers' not only improve their fortunes but also commit to long-term social responsibilities, as we have seen in many western municipal policies that compel real estate developers to commit to the neighbourhood's overall socio-economic development where commercial development occurred.

The consequence of all these, however, have been evident. In time, inequality has been widespread among neighbourhoods. Without the development of an effective public transport system and uncontrolled growth in the number of privately owned vehicles, the carrying capacity of city streets like those in Dhaka became overwhelmed. The sewerage system, water and gas supply are already proving utterly inadequate.

The government and private sector's encroachment of peripheral lowlands turned Bangladeshi cities into big basins. There is not much green left in these cities, nor sufficient space to breathe. In the wake of the constant inflow of rural peasants, governments could not provide affordable housing for the poor, and the poorest of the poor as slums proliferated.

More questions than answers

Suppose someone says, for example, that imposed foreign policies, unprecedented population growth, or rural-urban migration are why uncontrolled urbanisation in Bangladesh, particularly in Dhaka, took place. In that case, it can be viewed as a deliberate act of overlooking the more significant and contextual variables. This mere scratching of the surface does not resolve all issues; ample reasons prompt for digging deeper and doing plenty of soul-searching.

One must ask what made Dhaka the way it is now. Is it only the physical environmental engineering or infrastructure provisioning in which solutions to the problems of Dhaka lie, or is it rooted more profound in the politics associated with our decision-making structure (and culture)? None seem to have any clue if asked why. For example, the agricultural Ministry and secretariat cannot be moved to Jessore or the Ministry and concerned secretariat for fisheries to Khulna.

Why is Chittagong remains a business capital only on paper while a formal relocation has not been possible yet? Why not have the transportation sector developed so Dhaka can be reached in 2-3 hours from any corner of the country? Why are only the Dhaka residents allowed to burn priceless natural gas in the traffic signals where the gas could have been used to yield more permanent returns for the nation?

Why do *City Corporations* and *Pourashavas* still require budget approval and sanction by the central government? Why not policies formulated that refrain new townships from developing on city borders and instead promote planning and designing the already existing yet haphazardly urbanising peripheral townships (e.g. Savar or Keraniganj to Dhaka) as complementary growth centres?

Towards equity in resource allocation and distribution

These apparently unrelated questions, however, point to a single direction; the answer to all of these lies in the historically problematic focus on 'absolute centrality'. As with the case of Dhaka, with population in-migration and monetary investment, various social issues and ills infested Dhaka's society.

The complexities and contradictions associated with Dhaka's urban environment thus can be viewed typically as a by-product and, in some cases, a direct product of various monopolised forms of socio-economic concentration and centrality. It is precisely where the notion of compactness contradicts the idea of concentration. Referring to David's desired compactness, a scheme seems achievable only through a controlled concentration and a balanced distribution of

"Why is Chittagong remains a business capital only on paper while a formal relocation has not been possible yet?"

"Why are only the Dhaka residents allowed to burn priceless natural gas in the traffic signals where the gas could have been used to yield more permanent returns for the nation?"

population, resources and other sociocultural parameters – hence through the design and implementation of a measured footprint. Considering today's rapidly urbanising globe, there won't probably be any distinction between rural and urban in the next five decades.

Given that, careful rethinking is required to devise a sustainable path on which we must steer our urban growth. The best way to do that is to help develop high-density low-impact alternate growth centres based on their respective competitive advantages. It is what Rio and Mumbai did; the Europeans and North Americans have done this long ago. Indeed, such developments serve the economy by satisfying the market.

There is, of course, much to learn from the bad experience of Dhaka. The good amongst all the gloom is that we already have a benchmark in its ample evidence!

As I write this, the world remains in a state of flux and uncertainty; persistent questioning of the existing models of democracy, capitalism and market economy hence points to the global rise of the 'left' against the simultaneous corporatisation of all sectors of life. This 'left', however, is strictly in the question of all forms of monopoly, centrality, bias and concentration as enjoyed by only a few individuals and corporations in the society; the 'left' hence stands for a fair and just society.

Considering what we have experienced with the contemporary urban policies in Bangladesh, such justice and redistribution of resources must touch upon the scale of a nation. All we need to do is to keep questioning our accepted way of life, i.e. our contemporary URBANISM *per se*. We must not stop until we convince ourselves that our chosen form of urbanism is based on fairness, equity, impartiality, evenness and equilibrium in all socio-cultural-economic premises.

[An earlier version of this article appeared in The Financial Express, Anniversary Issue 2011, Wednesday, December 21.]

ইউরোপের তস্য গলি ও অবারিত উন্মুক্ত প্লাজা

স্থপতি মাহফুজুল হক জগলুল
Email: aniqa@agni.com

মনে পড়ে সেই সব গলি-খুঁজি শুরু আছে, শেষ নেই
গুলি সুতোর মতন শুধু খুলে যায়, সেখানে পাঁচফোড়নের
গন্ধ, ঢাকা বারান্দা
থেকে কেউ ছুঁড়ে দেয় কাঁঠালের ভূঁতি, বাঁশের খাঁচায়
পোষা ময়না
কৃষ্ণ কথা কয় অতি কর্কশপুরে, একতলা থেকে
তিনতলায় কেউ কারুকে
তার চেয়েও উঁচু গলায় ডাকে, এক রক থেকে আরেক
রকে লাফিয়ে যায়
হুলো, জানলার পর্দা সরিয়ে চেয়ে থাকা এক বন্দিনী
রাজকন্যার কাজল
টানা চোখ, সেই চোখে দূর প্রতিবিম্বিত অশ্রু।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কোলকাতার যে সব তস্য গলির বর্ণনা এখানে দিয়েছেন তারচেয়ে আমার দেখা স্পেনের বার্সিলোনা, মাদ্রিদ,টলেডো বা বাদাজোস, পর্তুগালের লিসবন, ইতালির রোম,ফ্লোরেন্স,মিলান, বেলজিয়ামের ল্যুভেন, এন্টওয়ার্প বা চেক রিপাবলিকের প্রাগসহ পুরনো ইউরোপীয় শহরের কালো কোবাল্ট পাথর বা গ্রানাইট ব্লকে মোড়া গলিগুলি বোধহয় আরো সরু ও আরো অনেক সর্পিল, তবে কলকাতা, পুরনো দিল্লি বা আমাদের পুরনো ঢাকার গলিগুলোর চেয়ে ইউরোপের এ গলিগুলো আরো অনেক বেশি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন আর অনেক উত্তম ট্রাফিক কাঠামো ও উত্তম নাগরিক আচরণ সংস্কৃতি দ্বারা লালিত বা নিয়ন্ত্রিত । আমাদের নাগরিকদের মধ্যে গ্রাম্যতা অনেক বেশি, দু'-তিন পুরুষ নগরে বসবাসের পরেও আমাদের গ্রাম্যতা এখনো যায়নি। তিন পুরুষ আগের গ্রামের সে অভ্যাসই আমরা আমাদের আচরণে এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি, সেকারনে আমরা অবলীলায় " বারান্দা থেকে কেউ ছুঁড়ে দেই কাঁঠালের ভূঁতি " বা এখানে সেখানে ফেলে রাখি কলার খোসা। আমরা ভুলে যাই গ্রামে যেমন খালে,বিলে বা বাড়ির পাশের ঝোপঝাড়ে এসব ফেলা দোষের নয় বরং সেটা ডিকম্পোজড হয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে কিন্তু নগরে সেটা ফেলা অনেক দোষের, নগরের বাস্তব কাঠামোগত কারনেই সেটা দোষের, কিন্তু গ্রামের সে গ্রাম্য অভ্যাস আমরা নগরেও নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছি আর একারনেই আমদের নাগরিক আচার আচরণের মধ্যে গ্রাম্য উপাদান এখনো অনেক প্রকটভাবে দৃশ্যমান ।

ইউরোপের এমন প্রতিটি গলিতেই নির্দিষ্ট দূরত্বে পাশাপাশি বসানো আছে সবুজ,নীল আর ধূসর রঙের তিনটি ডাস্টবিন। সবুজ ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে খাদ্য বর্জ্য, উদ্ভিদজাত বর্জ্য, অন্যান্য জৈব পদার্থের বর্জ্য। নীল ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে রিসাইকেলেবল বর্জ্য, যেমন বোতল, ক্যান, প্লাস্টিক এবং কাগজ এবং কার্ডবোর্ডের মতো বর্জ্য আর ধূসর ডাস্টবিন হচ্ছে জৈবও নয় আবার রিসাইকেলেবল নয় এমন বর্জ্যের জন্য। সবাই এটা মেনে চলছে, আর অন্যদিকে একদম ঘড়ির কাটায় কাটায় মিউনিসিপালিটির গাড়ি এসে সব বর্জ্য সরিয়ে নিচ্ছে, আমাদের মতো তারা গলির মোড়ে বাড়ির সব আবর্জনা নির্বিঘ্নে ঢেলে দিচ্ছে না আর সেকারণেই আমাদের শহরের গলিগুলোর মতো ইউরোপের গলিগুলো অপরিচ্ছন্ন নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার গলিগুলোর চিৎকার, চেচামেচি বা জীবনের উচ্চ কোলাহলময় চরিত্রের যে বর্ণনা উপস্থিত করেছে সে তুলনায় ইউরোপের গলিগুলির চরিত্র অনেক বেশি পরিমিত,পরিমার্জিত ও প্রায় কোলাহল শুন্য। তাদের গলিগুলির চরিত্র যেমন অনেকটা অন্তর্মুখী অন্যদিকে আমাদের গলিগুলির চরিত্র অনেকটা বহির্মুখী তবে তারপরও দেখা যায় ইউরোপীয় বাসিন্দারাই গলিগুলোতে বেশি কোয়ালিটি সময় কাটায়, সে গলির এক পাশে ওপেন ক্যাফেতে লাঞ্চ,ডিনার সহ সময়ে অসময়ে দিনভর কফি পানের ফাকে ফাকে আড্ডা দেয়ার মধ্য দিয়ে হোক বা অন্যভাবেই হোক। অন্যদিকে আমাদের অঞ্চলের গলিগুলোয় কোন কোন বাড়ির রকে চলে মোটামুটি গুচ্ছ গুচ্ছ অকর্মা তরুণ আর বুড়োদের বিচ্ছিন্ন আড্ডাবাজি। কিন্তু ইউরোপের মতো আমাদের গলিগুলোতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোয়ালিটি সময় কাটানো বা ইন্টারেকশনের তেমন কোন সুযোগ নেই। ইউরোপীয় গলিতে আড্ডাবাজি বা ক্যাফেতে সময় কাটানোতে বুড়ো বুড়ি বা তরুণ তরুণীদের মধ্যে পুরুষ আর নারী প্রায় সমান সমান তবে আমাদের এ অঞ্চলের পুরোনো এলাকার গলিগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে। নারীরা যে আড্ডা দিতে পছন্দ করে না তা নয় বরং বেশিই পছন্দ করে তবে আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় গলিতে বসে বা বাড়ির কাছের প্লাজায় বসে সেটা করা প্রায় অসম্ভব।

আগেই বলেছি, ইউরোপের সরু সরু গলিগুলো অনেক বেশি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন আর অনেক উত্তম ট্রাফিক নিয়ম ও সংস্কৃতি দ্বারা লালিত বা নিয়ন্ত্রিত আর সেকারণেই এ সরু গলিগুলো প্রধানত হেটে চলার পথ হলেও এর ভিতরে সুনিয়ন্ত্রিত যানবাহন চলাচলেরও ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনে অনায়াসে সেখানে এম্বুলেন্স আর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি বা গার্বেজ ট্রাক চলাচল করতে পারছে আর খুব কম হলেও সল্প মাত্রায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও আছে সেখানে। লিসবনের মতো শহরে মাত্র দশ ফুট চওড়া গলির ভিতর দিয়েও ট্রাম চলছে, গাড়িও চলছে আর হাজার হাজার মানুষ সুশৃঙ্খল ভাবে হেটেও বেড়াচ্ছে। এ জিনিসটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা চিন্তাও করতে পারি না। ধরুন আমরা কী চিন্তা করতে পারি আমাদের ভূতের গল্লি বা ঠাটারি বাজারের ভিতর দিয়ে এয়ারকন্ডিশনড সিটি বাস সার্ভিস নির্বিঘ্নে চলাচল করছে ? আসলে আমাদের সমস্যাটা যতো বেশি না ফিজিক্যাল তার চেয়ে অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত নগর ব্যাবস্থাপনার সমস্যা।

গায়ে গায়ে লাগানো তিন-চার তলা দালান বেষ্টিত এসব প্রাণবন্ত গলিগুলোর শুধু উপরটা খোলা। লম্বা সাপের মতো উপরে শুধু চিকন আকাশ দেখা যায়, সে কারণে গলিগুলো অপেক্ষাকৃত ছায়া বেষ্টিত। হলুদাভ নানান শেড বা ব্রিক রেড বা কমলা রঙের এসব দালানের প্রায় প্রতিটিতেই আছে কম প্রশস্ত রট আয়রনের একাধিক ঝুল বারান্দা। প্রতিটি ঝুল বারান্দার পিছনে দু'পাল্লার কাঁচের ফ্রেঞ্চ উউন্ডো। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর চরিত্র অনুযায়ীই সবগুলো খুলছে বাইরের বারান্দার দিকে আর বারান্দার রট আয়রনের গ্রিল থেকে ঝুলে আছে নানা রঙের ফুলের ছোট ছোট টব। সব মিলিয়ে মনে হয় যেনো গলির দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে রঙবেরঙের টানা ফুলে ফুলে ভরা ভার্টিক্যাল গার্ডেন। এ ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এবাড়ি বুড়ো ওবাড়ির বুড়োর সাথে গল্প করছে, কথা বলছে রাস্তায় হেটে যাওয়া পাশের বাড়ির তরুণ বা তরুণীর সাথে। কখনো কখনো কিছুটা হাকডাক বা চিৎকার চেচামেচি হচ্ছে তবে সবকিছুর মধ্যে কেমন যেনো অদ্ভুত একটা শালীনতা ও পরিমিতিবোধ কাজ করছে।

পরিপাক তন্ত্রের মতো প্রায় অন্তহীন এসব ঘোরানো-পেচানো সরু সরু গলি যাকে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক লেখক বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছে, ' Endless labyrinth of alleyways ' এর সবচেয়ে মজার জিনিসটা হলো এসব সরু গলিগুলো চলতে চলতে মানুষের মন যখন কিছুটা ক্লান্ত কিছুটা অবরুদ্ধ বোধ করতে শুরু করে তখনই হঠাৎ করে যাদুর মতো গলির শেষ প্রন্তে উন্মোচিত হয় একটা ছোট বা মাঝারি আকারের প্লাজা বা স্কয়ার। প্লাজার মাঝখানে হয়তো একটা ভাস্কর্য অথবা একটা ফোয়ারা। এ ভাস্কর্য বা ফোয়ারার বেদী ঘিরে সুন্দর বসার আয়োজন। প্লাজার দিকে মুখ করে চারিদিকে তিন-চার তলা বাড়ি, বেশিরভাগ বাড়ির নিচেই হয়তো নানা ধরনের বর্ণিল জিনিসপত্রে ভরা দোকান আর ছোট ছোট রেস্তোরাঁ বা কফি শপ অথবা বহু যুগের পারিবারিক পরম্পরা সম্বৃদ্ধ কোন কারুশিল্পের দোকান বা বেকারি শপ যেখানে প্রতিদিনের রুটি কেনার উছিলায় ক্লান্ত গৃহস্থের জন্য খানিকক্ষণ আড্ডা মারার ফুরসৎ মেলে। রেস্তোরাঁর যারা খেতে আসছেন তাদের বেশিরভাগই সামনের উন্মুক্ত প্লাজার বসে বসে খাচ্ছেন।

FRUITERIA
DEL PADRO

অনেক বয়স্ক দম্পতি তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে হয়তো বিরাট থালায় Spenish Paella (সি-ফুড,চাল ও অন্যান্য জিনিস সহকারে তৈরি অনেকটা খিচুড়ির মতো) খাচ্ছেন অথবা স্বামী-স্ত্রী শুধু দু'জন এখানে লাঞ্চ বা ডিনার সারছেন Rabo de Toro (ষাড়ের লেজ দিয়ে তৈরি খাবার) দিয়ে। এক টুকরো ব্রাউনি বা Gazpacho (স্পেনিস টমেটো সুপ) এর সাথে গার্লিক ব্রেড দিয়ে নাস্তা সারছেন কেউ কেউ সাথে থাকছে কাপের পর কাপ কালো কফি ।খাচ্ছেন হয়তো সামান্য কিন্তু আড্ডা মারছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। রেস্তোরাঁর মালিক তাতে যে খুব বিরক্ত তা কিন্তু না কেননা সেও এ পাড়ারই মানুষ, কয়েকশত বছর ধরে পাড়ার অন্যান্যদের মতো পারিবারিক ভাবে তারা এখানেই বেড়ে উঠেছেন।মোটামুটি সবাই সবাইকে চেনে তাই রেস্তোরাঁর মালিকও দেখা যায় ব্যবসার কথা ভুলে গিয়ে এক পর্যায়ে তাদের সাথে আড্ডায় মজে আছে।সমগ্র প্লাজাটা কালো কোবাল্ট স্টোন বা ফ্লেমড গ্রানাইটের স্ল্যাব বসানো। চারিদিকে বসার আয়োজন। কিছু কিছু জায়গায় হয়তো পাথর আবৃত নয়, সেখানে ঘাস আর গাছ লাগানো। সরু গলিতে এতোক্ষণ হয়তো ঠিকমতো আকাশ দেখা যায়নি এখানে হঠাৎ করে আকাশ উন্মুক্ত, আলো অবারিত, গ্রীষ্মের সুন্দর রোদ এসে পড়ছে প্লাজায় জমায়েত হওয়া মানুষদের শরীরে। ইউরোপের মানুষদের কাছে রোদ খুব মূল্যবান জিনিস, শরীরে রোদ লাগানোর জন্য সারা বছর তারা উন্মুখ হয়ে থাকে। স্কয়ারের এক কোনায় হয়তো পাড়ার বয়স্করা আড্ডা দিচ্ছে বা দৈনন্দিন কজকর্ম নিয়ে প্রয়োজনীয় শলাপরামর্শ করছে অথবা নিছক অপ্রয়োজনীয় আড্ডাবাজিতে মশগুল হয়ে তাদের শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করছে। তরুণ তরুণীরা সলজ্জ চোখাচোখি করছে, হয়তো তাদের মধ্যে নতুন কোন সম্পর্কের ভীত রচিত হচ্ছে এখানে বসেই । অন্যদিকে চিৎকার ,চেচামেচি ,গান আর দৌড়াদৌড়িতে শিশুরা মাতিয়ে রাখছে সমগ্র স্কয়ার । মায়েরা দল বেঁধে গল্পগুজব করছে আর হঠাৎ হঠাৎ গোপন অস্পষ্ট কোন আলাপের কারণেই হয়তো সবাই সশব্দে হেসে লুটিয়ে পড়ছে আর থেকে থেকে মায়েরা শিশুদের কপট ধমক দিচ্ছে আর শিশুরা সে ধমক আরো মিষ্টি হাসিতে উড়িয়ে দিচ্ছে। এক কোনে কোন বাবরিওয়ালা জেদি এক তরুন হয়তো গিটার বা একোর্ডিয়ান হাতে তার নিজের লেখা গান ধরেছে , সামনে তার উলটো করে রাখা হ্যাট , সবাই সেই হ্যাটে যে যা পারছে ইউরো রাখছে খুব সম্মানের সাথে, অনেকে আবার হাটু গেড়ে বসে ইউরো রাখছে মনে হচ্ছে যেনো দেবতার জন্য নৈবেদ্য সমর্পণ করছে, কেউই দূর থেকে ভিখিরিকে দেবার মতো অভদ্রভাবে ইউরো ছুড়ে দিচ্ছে না ।

দেখতে দেখতে তরুণকে ঘিরে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিচ্ছে আর অনেকে তার সাথে গলা মেলাচ্ছে । এভাবে সমগ্র দিনের কর্মক্লান্তিকে পিছনে ফেলে এ প্লাজায় এসে পাড়ার মানুষ সমবেতভাবে আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

এ প্লাজা গুলোই হচ্ছে ইউরোপীয় নগরবাসীদের প্রাণ। প্লাজা ছাড়া সারা ইউরোপে কোন শহর, নগর বা গ্রাম কল্পনা করা যায় না। বছরের পর বছর ধরে পার্শ্ববর্তী এলাকার বসবাসকারীদের সকল প্রাণবন্ত কর্মযজ্ঞ আর উচ্ছাস ধারন করে এ এলাকার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রাণশক্তির উৎস হয়ে টিকে আছে এ প্লাজাগুলো। এলাকার মানুষের অস্তিত্বের সাথে এতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছে এ প্লাজাগুলো, অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষের আবেগ, উচ্ছাস আর প্রাণে প্রাণ মিলানোর মিলনকেন্দ্র হিসেবে টিকে আছে এগুলো। এলাকার মানুষ জানে সময় পেলেই দিনে একাধিকবার সেখানে যাওয়া যাবে, কারো না কারো সাথে তার দেখা হয়েই যাবে । দেখা যদি নাও হয় তবুও সেখানে আছে নানা রকম খাবারের আয়োজন আর নানা রকম এক্টিভিটি তাই সেখানে গিয়ে আবার নতুন করে নিজেকে একাত্ব করা যাবে পাড়ার সাথে।

একটি প্রাণবন্ত আলোকিত প্লাজায় এসে ইউরোপীয় সরু গলিগুলোর উন্মুক্ত হবার যে গল্প আমি বারবার বলতে চেষ্টা করছি আমার এ কথা প্রায় দেড় শতাব্দী আগেই আরও অনেক সুন্দর ও সার্থক ভাবে শুধু একটি পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ওলন্দাজ শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ বা ভ্যান গখ। ছবিটির নাম Cafe Terrace at Night, ভ্যান গগের বিখ্যাত Starry Night series পেইন্টিংয়ের মধ্যে এটাই প্রথম কাজ। এ বিশ্ব বিখ্যাত ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন ১৮৮৮ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলীয় শহর আর্লসের শহরতলীর এমনই একটি প্লাজা বা স্কয়ার Place du Forum square এ অবস্থিত জোসেফ মাইকেল নামের এক লোকের পরিচালিত সত্যিকার একটি ক্যাফে, Café de la Gare কে নিয়ে।

ক্যাফেটি সারারাত চালু থাকতো আর ভ্যান গগে প্রায় প্রতিদিনই এ ক্যাফেতে আসতেন আর কখনো কখনো সারারাত এখানে কাটিয়ে দিতেন। ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইউরোপীয় ছোট ছোট প্লাজার প্রানবন্ত চরিত্র পুরোপুরি ফুটে উঠেছে এখানে। আমি যে সব গলির কথা বলছি তেমন একাধিক সরু গলি উন্মুক্ত হয়েছে এ ক্যাফের প্লাজায়, পাড়ার প্লাজা বা স্কয়ারের ট্যাভার্ন বা ক্যাফের বাইরের প্লাজার পাশে মানুষ ছোট ছোট টেবিল ঘিরে বসে পানাহার করছে, গল্পগুজব করছে। রাতের তারাঘেরা আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে অতিরিক্ত হলুদাভ কমলা আলোয় জ্বলজ্বল করছে ক্যাফের বাইরের দেয়াল, শিল্প সমালোচকরা বলেন এ অতিরিক্ত উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার প্রায় সবসময়ই তীব্র আবেগে বিহ্বল হয়ে থাকা ভ্যান গগের সে সময়ের পরিপূর্ণ উৎফুল্ল মনেরই বহিঃপ্রকাশের প্রতিচ্ছবি। এ ক্যাফেটি এখনো প্রায় অমনই আছে আর আজও সারা পৃথিবী থেকে মানুষ দেখতে যায় এ ক্যাফেটিকে। পরবর্তীতে ভ্যন গগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ক্যাফের নাম রাখা হয় 'ক্যাফে ভ্যান গগ ' যদিও তার অনেক আগেই চরম দারিদ্র্য আর মানসিক যন্ত্রণায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ভ্যান গগ মৃত্যু বরন করেন। বেশিরভাগ জীবনীকারেরই ধারনা তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

যাক ভ্যান গগ থেকে আবার আমাদের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। যা বলছিলাম, আমাদের দেশের সরু গলিগুলো কোন প্রাণবন্ত আলোকিত প্লাজায় এসে অমন করে উন্মুক্ত হয় না। আমাদের অন্তহীন অপরিচ্ছন্ন প্রায় অন্ধকার গলিগুলো 'গুলি সুতোর মতন' মানুষের ক্লান্তি বয়ে বয়ে শুধু চলছেই চলছে। তাই আমাদের গলিগুলো ইউরোপের পরিচ্ছন্ন প্রাণবন্ত গলিগুলোর মতো মানুষের সাথে মানুষের আর মানুষের সাথে তার শহরের আত্মাকে সংযুক্ত করতে পারে না। মানুষের উচ্ছাস, মানুষের আবেগ আর মানুষের সাথে মানুষের প্রাণের মিলনের চিরায়ত আকাঙ্খাকে আমাদের শহরগুলো ধারন করে একে সম্মিলিত ভাবে বিকশিত করতে পারে না। আমাদের কাছে জমির মূল্য অনেক বেশি সে কারণেই ' নিছক' প্লাজার জন্য আমরা জমি ছেড়ে দিতে শিখিনি। আমরা অন্ধকার গর্তের মধ্যে বাস করবো, আমাদের শহরে কোন উন্মুক্ত প্লাজা থাকবে না কেননা আমাদের কাছে উন্নত নগর জীবনের চেয়ে এক কাঠা জমির মূল্য অনেক অনেক বেশি। এখানেই ইউরোপের তস্য তস্য গলির সাথে আমাদের সরু গলির পার্থক্য।

ইউরোপের বারোক স্থাপত্য শৈলীর কারুকার্য খচিত বিশাল বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখেছি, রঙিন স্টেইন্ড গ্লাস শোভিত উর্ধ্বমুখী গথিক গির্জা দেখেছি, সুউচ্চ সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য পাহাড়ি দূর্গ দেখেছি, ফোয়ারা শোভিত প্রসস্থ রাজকীয় এভিনিউ দেখেছি, আধুনিক স্থাপত্যে ডিজাইন করা বিশাল অলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখেছি কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ইউরোপের সরু সরু পরিপাটি গলিগুলোর অদ্ভুত জীবন্ত সৌন্দর্য আর গলির মুখে হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া প্লাজায় মানুষের সাথে মানুষের নিত্যদিনের প্রাণবন্ত মিথস্ক্রিয়ার মধুর স্মৃতিময় অভিজ্ঞতা আমাকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি, যে সব প্লাজায় বসে বসে আমিও জগতের এ মহা আনন্দ যজ্ঞে সামিল হয়ে কাপের পর কাপ কফি পান করে যেতে চাই অনির্দিষ্টকাল ধরে।

১৬ জুলাই, ২০২২

এখানে দেয়া বেশিরভাগ ছবিই এবছরের মে থেকে জুন মাসে মধ্যে ইউরোপ ভ্রমণের সময় তোলা।

JAIPUR HERITAGE WORKSHOP TOUR AN ARCASIA TEACHERS' TRAINING INITIATIVE

"Sharing historic preservation lessons with future practitioners- Learning from Jaipur experience"

Prinia Abbasi Khanm, Architect & Educator,
Lecturer Department of Architecture (DoA), Premier University, Chattogram.
Email: prinia.a.khanm@gmail.com

JAIPUR, traditionally known as the 'PINK CITY', and 'PARIS OF INDIA', is the capital of Rajasthan state, India. A mighty place that is worldwide famous for its unique architecture, Vastu-Shastra, astrology, forts, monuments, palaces, art, and crafts, marvelous cultural identity, and last but not least for its unique variety of foods. Jaipur has always been one of the top bucket lists, to explore this one vertex of the golden triangle of Indian tourism. In 2019, the most awaited desire to visit Jaipur turned out to be a dream comes true, through an eventful ARCASIA initiative for heritage academics.

In the midst of bright hot summer days, Pink City Jaipur, India, welcomed us, a group of Architect, and academicians from various countries, in an interactive teachers training initiative named, "Jaipur Heritage Workshop Tour" held from the 22nd to 26th of July, 2019, organized by, ARCASIA and ACAE; Arcasia Committee on Architectural Education.

"Sharing historic preservation lessons with future practitioners- Learning from Jaipur experience", with this notion the workshop is scheduled with a 5-day intricate program comprised of a city walk, the expert speaks, demonstration workshops, case discussions & presentations, work sessions, live workshops, interactive overview studio sessions and various conversations with the practitioners. This event was collaborated by ACYA; the Arcasia Committee on Young Architects and hosted by IIA; the Indian Institute of Architects, Rajasthan Chapter. Jaipur has a long engraved historic core initiated in 1727 AD. Jaipur was founded by Maharaja Sawai Jai Singh II, a Kachawaha Rajput, who ruled from 1699-1744. Initially, his capital was Amber (now pronounced as Amer), which lies at a distance of 11 km from Jaipur. Maharaja Sawai Jai Singh II felt the need of shifting his capital city because of safety reasons as it was likely to be attacked by a Mughal King Bahadur Shah after the death of Aurangzeb.

Ever-increasing population and growing scarcity of water also pushed him to set up a well-planned city. It is well known to be one of the first planned cities with intricate grid-iron settlement patterns combined with careful princely supervision.

The heritage city has facilitated the incremental development of an impressive city-wide architecture comprising remarkable buildings and distinct places housing diverse social groups and occupational communities. But during the late colonial and post-colonial periods, just like many other Asian cities, Jaipur's city builders pursued outward-oriented urban development. Today, a wide range of planning actors have begun to pay attention to the city's architectural heritage and built patrimony. What lessons have been learned from their almost three-decades-long experience of historic preservation and adaptive reuse in Jaipur, were being shared and discussed through this interactive workshop.

This week-long workshop combined with pedagogically useful insights, practical case studies, and relevant tools, and techniques, offered a comprehensive learning experience to young teachers and visiting instructors working in similar architectural contexts of rapidly developing Asian countries.

The entire curriculum of the workshop focused on combining contemporary design thinking and professional practice, hands-on experience via workshop settings and field visits, interactive discussions, and exercises with experts from the fraternity, and design approaches across scales, like buildings, places, and historical Areas. So, the entire curriculum design comprises a mix of classroom-based seminar-style discussions and field visits covering the three major workshop components, such as lectures and seminars focusing on pedagogical aspects, case discussions, presentations, live workshops, and field visits focusing on tools and techniques.

Around 21 Arcasia member institutes from India, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Srilanka, Nepal, China, Hong Kong, Japan, Korea, Mongolia, Macau, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Vietnam, and Turkey participated with more than 50 participants, numbers of experts, tutors, potential speakers and resource personals from various countries along with host workshop co-coordinators and a group of student volunteers.

The workshop was purposefully residential in nature as, during the entire course of the workshop all the participants, tutors, and visiting experts were staying and working together on the same premises, in a heritage hotel; “Hotel Narain Niwas Palace”. So, a variety of interaction opportunities were offered an enhanced learning experience to all workshop participants.

The seminar venue was also chosen purposefully for another heritage hotel cum convention center, “SMS Convention Center, Rambagh” which used to be of part of Rambagh Palace, built in the late 1800s. The entire essence and objective of the workshop were planned successfully to experience all the participants at their highest relevance. Right after landing in Pink City, we drove to our stay-in destination at Narain Niwas Palace, Kanota Bagh, Narain Singh Road, and Jaipur. Centrally located in Jaipur, the palace was built in the year 1928 by General Amar Singh Ji, the then Thakur of Kanota.

The palace was named after Amar Singh's father, Thakur Narain Singh. This 19th-century palace was used as a country residence by him, which he used for staying during his hunting expeditions and family vacations.

Narain Niwas Palace is one of the finest heritage hotels of the princely state of Rajasthan, showcasing a good example of history amalgamating with modern times. Its crest expresses- "Brave deeds live, though bodies die".

The hotel is quite close to the prominent attractions of Rajasthan such as Birla Mandir, Jantar Mantar, and Hawa Mahal. Decorated with ethnic Indian furnishings, coupled with Rajput flourishing and traditional Jaipur-style painted wall decor in a typically bold color palette, Hotel Narain Niwas Palace provides an exclusive retreat to its guests.

Photo: SMS Convention Center, Rambagh Palace

Photo: Narain Niwas Palace

It was a great experience to be a part of this workshop. There were number of interactive expert talks by Professor Kulbhushan Jain, Architect, Urbanist & Conservationist, Chairperson (Theory & Design), Faculty of Architecture, CEPT University; Ar. Ravi Kumar Gupta, Ar. In Souk CHO from Korea, Dr Abu Sayeed M Ahmed, Architect and Conservationist, Head, Department of Architecture, University of Asia Pacific, Dhaka, Bangladesh, Professor Jitendra Singh, Ar Adrianta Aziz and Ar Ridha Razak from Malaysia, Prof. Jitendra Sing, Ar. Lalichan Zacharias, Ar. Kavita Jain, Ar. Nishchal Jain and Ar. Ravindra G Rao from India.

There was also a live workshop held on workshop premises on Lime Fresco (Araaish) & mirror work (Thikri) by Conservation Architect Kavita Jain and a demonstration workshop by TRIMBLE-SKETCHUP on the importance of technology and software in teaching. Among all the expert talks, the pedagogical approaches for conserving heritage architecture by Kulbhushan Jain, case discussion, and presentations by Ar. Hayriye, sharing the knowledge of conservation practice in Bangladesh by Dr. Abu Sayeed, teaching architectural conservation by Ar. Ravindra G Rao, talk on architectural leadership and youth by Ar. Adrianta & Ar. Razak, heritage conservation case study by Ar. Nishchal Jain were some of the notable one.

There were two physical field trip sessions; the Walled city walk and the Amber town walk facilitated by Ar. Kavita Jain & Ar. Nishchal Jain to have a clear understanding of the heritage conservation, merging with tradition, and recollect the past influences. To participate in this synergic workshop, with the highest initiative and encouragement of IAB; Institute of Architects Bangladesh, we, a team of seven, went to Jaipur to embrace the heritage conservation essence through interactive workshop learning.

Photo: Walled city walk

Photo: Amber town walk

Photo: Jaipur Heritage Workshop Tour Inauguration, July 22nd, 2019

Photo: TEAM BANGLADESH, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

The members were, Dr. Sajid Bin Doza, Associate Professor, Department of Architecture, BRAC University, Dhaka, Ar. Homaira Zaman, Senior Lecturer, Department of Architecture, Bangladesh University, Dhaka, Ar. Joarder Hafiz Ullah, Associate Professor, Department of Architecture, DUET, Gazipur, Ar. Zishan Chowdhury, Associate Professor, Department of Architecture, Ahsanullah University of Science & Technology, Dhaka, Ar. Naimul Aziz, Assistant Professor, Department of Architecture, Ahsanullah University of Science & Technology, Dhaka, Ar. Abbasi Khanm, Lecturer, Department of Architecture, Premier University, Chittagong and Ar. Fatema Tasmia, Lecturer, Department of Architecture, BUET, Dhaka.

It was a pleasant honor for us to have Dr Abu Sayeed M Ahmed, Architect and Conservationist, Head, Department of Architecture, University of Asia Pacific, Dhaka, Bangladesh as one of experts in sharing talks on Heritage conservation in this workshop tour at Jaipur.

The most interactive session in the whole of the workshop was the “studio session” which was on developing a studio curriculum for the students on heritage preservation.

The task was to craft a studio syllabus for a design problem particular to own local and regional context collaborating in groups of 6-8 participants. Instructions were given to come up with a good idea to locate an actual historical or heritage place along with site using google map for conceiving the studio brief and weekly instruction schedule. So, all participants were divided into several groups and prepared a course curriculum for a particular studio of their choice.

TEAM BANGLADESH, came up with the idea of conserving a rural cultural heritage of a small village and was named the concept; "ROUTE TO ROOT"; sustaining the cultural identity of Tikoil Village. As, we think, the tangible and intangible heritage in the rural setting almost lost its roots, so, in this scale, little care have been taken out as an idea, in order to improve the rural settlements.

To address this, Village Tikoil in Nachol, Chapai Nawab Ganj has been chosen to redevelop as a pilot project of an individual house which is deprived in terms of public investment and planning attention but very rich in architectural and cultural heritage.

Tikoil holds a heritage significance of Bengal folk art named, "Alpana" which usually done on surface walls & floors both interior and exterior of a rural hut. So, our most concern was up to sustaining this cultural identity through student involvement. The course curriculum was designed for 4th year design studio VIII, with 8 credits course and 12 hours/ week studio time schedule.

The significance of our designed studio were our traditional legitimacy, continuation of Tangible and intangible matter through the community engagement, upholding our cultural legacy as the national tourism, climate responsiveness planning and design approaches, comprehensive neighborhoodness, traditional construction and technology, tendency to carry out the legacy from generation to generation and negative commercialization.

Through this program, the students will get to achieve the possibilities to rethink about the rural heritage, cultural landscape and settlement pattern, scope to work with the community, coordination and collaboration with multidisciplinary approach, understanding time immemorial versatile vernacular wisdom and practical hands on learning by the help of the local participation.

Photo: TEAM BANGLADESH, Brainstorming Session, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

The synergetic learning outcome through this designed studio were planned to achieve to be sensitive to the both tangible and intangible Cultural Heritage, understanding of Rural Heritage and cultural landscape, learning through the community, knowingness of unique and traditional craftsmanship with application and documentation through hand on project. Team Bangladesh also chalked down the in detail project methodology and detail studio schedules. The effort and concept were highly acknowledged by the workshop tutors, respected experts on the final presentation, feedback and workshop summation.

Photo: TEAM BANGLADESH, Brainstorming Session, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

Photo: TEAM BANGLADESH, Brainstorming Session, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

Photo: TEAM BANGLADESH, Presentation Session, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

This five days long enthusiastic workshop and seminar got an end with a valedictory address by the chief tutor Dr. Vidyarthi and ARCASIA President's Address by Ar. Rita Soh with felicitation and certificate to the participants. Within this eventful week, out of our busy schedule, we tried to explore the mighty Jaipur. We have visited Jal Mahal, Panna Meena Ka Kund, Anokhi Museum, Amer Palace, Amer Fort, Amber Palace, Jaigarh Fort, Ajmeri Gate, Tripolia Bazaar, Hawa Mahal, Shri Ram Chandraji Temple, City Palace, Jantar Mantar, Jawahar Kala Kendra by famous architect Charles Correa, Albert Hall Cinema etc. JAI JAIPUR is a sequel write-up. Requesting all of the readers to wait for PART 2 where I will be writing about the mighty JAIPUR's essence as an eye of an Architect!!!!

Photo: All participants, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

Photo: TEAM BANGLADESH, with ARCASIA President Rita Soh, Certification Ceremony, Jaipur Heritage Workshop Tour July, 2019

Jaipur Heritage Workshop Tour was indeed a facilitating platform with utmost participation for Team Bangladesh in the meaningful workshop headed towards heritage tour and heritage studied syllabus development. Our special gratitude to Institute of Architects, Bangladesh, IAB, for giving us such a precious scope & opportunity to explore our respective field in an enormous manner on global platform. Jaipur Heritage Workshop was truly a wonderful platform for all the participant practioneers and academicians to get a newer fulfill view of giving most concerns on Heritage preservation, conservation and rooting this idea into the students learning from the very beginning of their journey in Architecture.

Akij Selections: Select from the best

Mohammod Khourshed Alam
Business Director
Akij Building Materials

Akij Selections is a house of selective home building brands from Akij Group with the motto- "Select from the best" which has initiated its journey with the popular brands like Akij Ceramics, Aura, Rosa, Akij Tableware, Akij Boards & Akij Doors. Akij Selections aims to empower the customers and end users with the selected best products from a vast array of aesthetic & futuristic blueprints. To bring innovation & sophistication to the lives of the customers, Akij Selections continuously thrives on coming up with innovative & aesthetically pleasing functional products in the market, which helps the consumers to select the products that match their personality and house building needs.

On October 16, 2022 in presence of eminent architects and distinguished higher officials of reputed developer companies by inaugurating its first flagship showroom at Banani, the prominent region of Dhaka City, Akij Selections kicked off its operation. With enriched collection of ceramic tiles, boards, doors, sanitaryware, tableware products, this leading showroom has become a unique establishment and showcasing galleria for the clienteles.

The prime objectives behind the initiation of Akij Selections to establish a single roof for all the building materials and to empower the patrons with the vast emporium of picks.

Though the expedition of Akij Selection has just begun, the essence of each brand and category under this glorious dynasty remain integral within the hood distinctively. A brief voyage of the brands might help us shed some light on this.

Akij Selections Banani Showroom

Ceramic Tiles: Akij Ceramics & AURA

Akij Ceramics is the best tiles brand in Bangladesh, serving the nation since 2012. Despite creating tiles, it has been an effort to implement aesthetic development in lifestyle and philosophy of pursuing perfection. Hard work and dedication have enabled Akij Ceramics to acquire a leading position in the Tiles industry of Bangladesh.

State-of-the-art technology combined with the superior brains in the tiles Industry has brought beautifully crafted wall and floor tiles into existence. Mirror Polished, Rustic, Satin Matt tiles and many more textures continued to give the consumers the experience of a lifetime. Consumers have been empowered not only with the best designs and various sizes but also with the impeccable durability that has become the market standard since.

For many people, home is not just a place where one lives – it is the testament to a whole life's worth of dreams and goals. It is a mirror reflection of its resident's personality, while also embodying the vision of our safe haven. When your home is filled with all the people you love, it should be nothing short of perfection.

Akij Ceramics is here to make the houses feel like homes through their luxurious tiles. The brand has won the Best Brand Award in the Ceramic Tiles Category from the Bangladesh Brand Forum for three years consecutively, from 2019 to 2021. The company uses European technology to bring top-notch quality to a large variety of tiles.

Akij Ceramics carries a vast collection of premium tiles to choose from: Granula series for lavish walls with granular sugar effect, Rocker series for newfangled wall and floor, Lappato series for a modern floor, Double Charge for durable and elegant floor, Espacio porcelain wall and floor series to fetch seamless beauty, Kathena big tiles series, Vanita series for Kitchen and Bathroom with feminine taste and lifestyle. In size variations, Akij Ceramics is now producing 20 X 30 cm, 25 X 50 cm, 30 X 50 cm, 30 X 60 cm wall tiles and 40 X 40 cm, 60 x 60 cm, 80 x 80 cm and 60 X 120 cm floor tiles. Akij Ceramics also has industrial floor tiles which are made for heavy duty jobs. These are the sturdiest tiles with a 15 mm thickness. Recently Akij Ceramics has been applauded on respective global and local platforms for their latest innovation which is Braille Imprinted tiles for the visually imparted people. The "Braille Tiles" campaign of Akij Ceramics got recognition by "Ads of World" and "Commward", an initiative by Bangladesh Brand Forum (BBF) in association with the Cannes Lions International Festival of Creativity. Recently this inimitable creation got also recognition from architect community during the showcasing in respective events of IAB and other govt. and non-govt. architecture authorities. Akij Ceramics is also converging to develop environment friendly and sustainable products which complies with the sustainable development goals (SDG).

There has been an exponentially increased demand of ceramic tiles products in the market of Bangladesh from the year 2017. Akij Ceramics Limited with the only Brand "Akij Ceramics" was fulfilling the need of the market with the contribution of 8% in the total ceramic tiles market till 2018. So, there is a need to expand the business in sense of increasing capacity and distribution network development. So, in 2020 Akij Ceramics Limited brought another tiles brand "Aura" through the first ever virtual and online launching during the pandemic. It was even the first ever virtual launch in the building materials industry of Bangladesh. Start its journey in 2020, Aura Ceramic tiles brand has been a new venture from the house of

Akij building materials. Following the path of its pioneer Akij Ceramics, No 1 Ceramic tiles brand in Bangladesh, Aura is aimed to deliver high end designed and quality wall and floor tiles which bring elegant and modern notch into the living. With the pay off line "Always Elegant" Aura Committed to provide Cosmopolitan and trendy design with state-of-the-art level. Aura always use European Machineries and Technology. Aura tiles reflect the test and class of the person who is inherent it.

Now Aura is producing Glossy, Matt, Sugar, Porcelain, Granula effect, High gloss finish, Metallic and Matt curving and many more innovatively designed and surface developed ceramic tiles. Akij Ceramics and Aura altogether is now producing more than 1000 types, designs, surfaces of tiles.

With these two eminent ceramic tiles brands, Akij Ceramics Limited is now the largest ceramic tiles manufacturer and marketer in the Market of Bangladesh with the capacity of producing 69,500 sq meter per day and this company his holding 11% market share. In the fiscal year 2022-23 Akij Ceramics Limited aimed to produce 1,00,000 sq meter per day amd capture 14% market share in Bangladesh.

Furthermore, Akij Ceramics now has the strongest distribution network with more 100 showrooms under own, business associate, partner and bondhu categories all over the country which assured the optimum reach to customers within their territory. With every resource and credential, Akij Ceramics and Aura now truly keeping the promise of perfection and making homes elegant.

Sanitary Ware & Bathware: ROSA

"Rosa" with the pay-off line "Beyond Beauty" is an innovative sanitaryware and bathware solution which has received much appreciation for its impeccable quality and outlook. Currently, Rosa Sanitaryware is dominating the market with its aesthetic pieces of sanitaryware and soon, Rosa Bathware is going to be introduced, boasting trendy and original world class designs.

Rosa is not only visually pleasing but also comfortable and convenient. With advanced modern technology and top-quality materials, Rosa brings you an astounding collection of sanitaryware and bathware that will heighten your living areas' persona. Coalescing imagination and innovation, Rosa aims to take your modern sanitary and bathware experience miles beyond beauty.In 2017 "Rosa" initiated its voyage in sanitary ware market with 0.72 million pieces production capacity per year. Now, it is proudly producing 1.2 million pieces of sanitary wares per year which is highest in the market.

"Rosa" is holding the topmost position in the market of sanitary ware in the sense of Brand and Quality. By the fiscal year 2023-22, "Rosa" sanitary ware is aimed to reach the optimum capacity of producing 2.4 million pieces per year.In the continuation of proud jouney in sanitary ware "Rosa" made its footstep into the bathware market in 2022. While exploring the market for bathroom and kitchen fittings for an ideal home, one will inadvertently

come across products that will not only be costly but also not very functional at the end of the day. Chances are most of them will wear down easily, as most of the faucets that are found in the market just do not meet the basic standards. To meet the growing demand for quality faucets, "Rosa" has introduced faucets under the company "Akij Bathware Limited". The manufacturing process of this new line of products utilizes impressive features, reminding all of the company motto — It's beyond beauty.

"Rosa" faucets are manufactured with 100 per cent virgin brass, the purest form of brass that is stronger, more durable, and eliminates chances of health hazard by removing the effect of poisoning lead. The three-layer electroplating and PVD coating ensures that the faucet looks shiny while it acts against salty and iron-based water, chemical corrosion, and also reduce the chance of getting leakage in the faucet body. Inside the faucets, world-class cartridges, *made in Hungary*, are used, which is an essential

compound that regulates the cold and hot water flow with temperature, so say goodbye to poor water mixing! This is very important, especially in winter when the demand for shower mixer faucets increases. To top it all, another essential feature of the faucets, 'aerator' has been used, which comes from the leading US-based company Neoperl. This makes sure you get nice foamy water; so, you can just turn the faucet, relax and enjoy a relaxing shower to start your day. A fully functioning faucet is of utmost importance as studies have shown even a minuscule leakage can waste over 3000 gallons of water in a year, which is equivalent to 180 showers! So, if there is a need for quality faucets, Rosa faucets by Akij Bathware are the only options.

Boards & Doors: Akij Board & Akij Door

Akij Board reaches out with a diagram showing how one can make the best use of one's imagination. And obviously, keeping the independence to creativity as the main philosophy, as Akij Board counts on the motto- NOW YOU CAN.

Akij Board is a brand of Akij Particle Boards Limited (APBML) from the house of Akij Bashir Holdings. APBML has come with the best boards in Bangladesh in 2001.

With reference to product diversity, Akij Board is getting together the ideas and imaginations into each & every product. This way Akij shows how the future focuses on the present.

For the first time in Bangladesh Akij Board introduced Melamine Board, Lacquer Board,3D Melamine Board, Embossed Melamine Board, PU Board and High Gloss Board. Akij Particle Board Mills, a subsidiary of Akij Group, won Bangladesh Innovation Award-2022 in the category of "Best Innovation-Product Development" and "Best Innovation-SDG Inclusion" for the product 'Akij Lacquer Grade Board' in May, 2022.

Currently Akij Board has 11 types of Boards with 350 design Variations having 1029 Cubic Meter Capacity.

In another concern, Akij Door come as the passage of the Akij Board to the clientele. To be more functional with own board and wood products, Akij now offers flush doors along with other types of doors.

Akij Doors' key strengths in reaching houses are plain facings on both sides of the products, simple but subtle designs, and more durability compared to the others on the market.

In addition, the mahogany frame gives enough acceptability for either the passage between two rooms or even the entrance.

Every product is made with the highest quality materials and the most fashionable designs. Therefore, once a door is fixed, it is fixed for more time due to its durability. Consumers can now be more open to new ideas and embrace new endless possibilities with Akij Doors. Whatever they could not create with particle boards before, Now They Can.

Tableware: Akij Tableware

Akij Tableware brings a range of tableware that matches global standards. Combining impeccable quality with finesse in design, our collection is bound to "bring out the best".

Every product of Akij Tableware is perfectly crafted to decorate the table with imperial-inspired designs - perfect to add a touch of grace to everyday dining. Make every moment a grand one with the range of exquisite designs from Akij Tableware.

Creativity has always been a priority of Akij Tableware, which reflects through the brand's attributes and styles of the products. Akij Tableware is a brand of Akij Ceramics Limited, a business vertical of the biggest business conglomerate of Bangladesh Akij Group.

All these aforementioned prominent brands with state-of-art level products have made Akij Selections an umbrella of trust, innovation and modern architecture.

This unique settlement of eminent brands has given the stakeholders, patrons and experts specially the architects and interior connoisseurs the definitive authority to choose the best products from wide assortments. Akij Selections has set a new expedition and superlative plan to bring new categories and brands to expand the extent of its horizon. Akij Paints, Akij Carpets & Rugs and many other trailblazing endeavors are going to set under the hood of Akij Selections. Akij Selections has set a new mission to convert all of its own and dealer showrooms into "Akij Selections" showrooms and going to reach a milestone establishing 100 showrooms throughout the country by the fiscal year 2023-24.

ANNIVERSARY
SPECIAL ISSUE

PHOTO ALBUM

INAUGURATION
FOUNDING ANNIVERSARY CELEBRATION - 2021
IAB-CHATTOGRAM CHAPTER

In the year 2021, IAB Chattogram Chapter celebrated its Founding Anniversary with a two-day long program on 19 & 20 November, 2021 at the Auditorium of Institution of Engineers Bangladesh (IEB), Chattogram Center, S.S. Khaled Road, Chattogram.

On 19th November, 2021 Founding Anniversary was inaugurated by Dr. M. Ramizuddin Chowdhury, Editor- Dainik Purbokone. He and Ar. Dr. Abu Sayeed M. Ahmed, Ex. president, IAB also inaugurated an exhibition. A Childrens Art Competition and a Logo Design Competition also organized on the ocassion of Founding Anniversary celebration.

Two seminars were held on the 1st day of Founding Anniversary celebration. The first seminar titled "A critical look at historical significance of Bengal: Conservation of What and Why?" was delivered by Ar. Dr. Abu Sayeed M. Ahmed, Ex. president, IAB. Second seminar titled "Clay Journey of Alok Roy" was delivered by Sculptor Alok Roy, concluded with a Cultural program; which was followed by dinner.

DAY -01

FOUNDING ANNIVERSARY CAKE

INAUGURATION OF THE PROGRAM

CUTTING OF FOUNDING ANNIVERSARY CAKE

GUESTS

GUESTS ON THE STAGE

ARCHITECTS & HONORABLE GUEST SPEECH

Ar. Faruk Ahmed

Ar. Shahinul Islam

Ar. Bidhan Chandra Barua

Ar. Abu Sayeed M. Ahmed

Dr. Ramiz Uddin Chowdhury

Ar. Ahmed Jinnur Chy

SEMINAR

SEMINAR TITLE: A critical look at historical significance of Bengal: Conservation of What and Why?
PRESENTED BY : AR. ABU SAYEED M. AHMED

SEMINAR TITLE: Clay Journey of Alok Roy
PRESENTED BY : SCALPTOR ALOK ROY

CULTURAL PROGRAM AND GUESTS

FOUNDING ANNIVERSARY CELEBRATION - 2021

IAB-CHATTOGRAM CHAPTER

On 20th November, 2021 - 2nd day of Founding Anniversary celebration; Two seminars were also held. The first seminar titled “Architecture, Rewind, Forward, Stop & Play” was delivered by Ar. N.R. Khan and Second seminar Titled “Architect Louis I. Khan and His Architecture” was delivered by Ar. Shamsul Wares.Traditional Mezbani Food was served at Lunch.The closing ceremony of the Founding Anniversary was held in the evening of 20th November, 2021. The chief guest & the special guest of the program were, respectively, Mr. Md. Rezaul Karim Chowdhury, Mayor, Chattogram City Corporation, Chattogram and Mr. M. Zahirul Alam Dubash, Chairman, Chittagong Development Authority (CDA), Chattogram. This event, which was presided over by the hairman of IAB Chattogram Chapter Ar. Ashiq Imran, concluded with a Cultural Program; which was followed by dinner.

DAY -02

RECEPTION TO INVITED ARCHITECTS

HONORABLE CHIEF & SPECIAL GUEST SPEECH

HONORABLE CHIEF GUEST

MD. REZAUL KARIM CHOWDHURY
MAYOR,
CHATTOGRAM CITY CORPORATION.

HONORABLE SPECIAL GUEST

M. ZAHIRUL ALAM DOBASH
CHITTAGONG DEVELOPMENT
AUTHORITY (CDA), CHATTOGRAM.

HONORABLE MAYOR AND ARCHITECTS

HONORABLE GUEST

INVITED ARCHITECTS

SEMINAR

SEMINAR TITLE: Architecture, Rewind, Forward, Stop & Play
PRESENTED BY : AR. NURUR RAHMAN KHAN

SEMINAR TITLE: Architect Louis I. Khan and His Architecture
PRESENTED BY : PROFESSOR. AR. SHAMSUL WARES

CULTURAL

CULTURAL PRESENTATION BY ARCHITECTS

END OF EVENTS

CULTURAL PRESENTATION BY STUDENTS / DEPARTMENT OF ARCHITECTURE / CUET & PREMIER UNIVERSITY.

THE 10TH COMMITTEE OF CHATTOGRAM CHAPTER
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH (IAB)

Ar. Ashiq Imran
Chairman

Ar. Faruk Ahmed
Deputy Chairman

Ar. Fazle Imran Chowdhury
Secretary

Ar. Bijoy Shankar Talukder
Treasurer

Ar. Mohammad Saifur Rashid
Member (Membership)

Ar. Md. Asaduzzaman Chowdhury
Member (Profession)

Ar. Adar Yusuf
Member (Seminar & Education)

Ar. Md. Imran Bin Hussain
Member (Heritage & Culture)

Ar. Md. Mainul Hassan Tuheen
Member (Publication)

ESPACIO

feel the bigger expanse

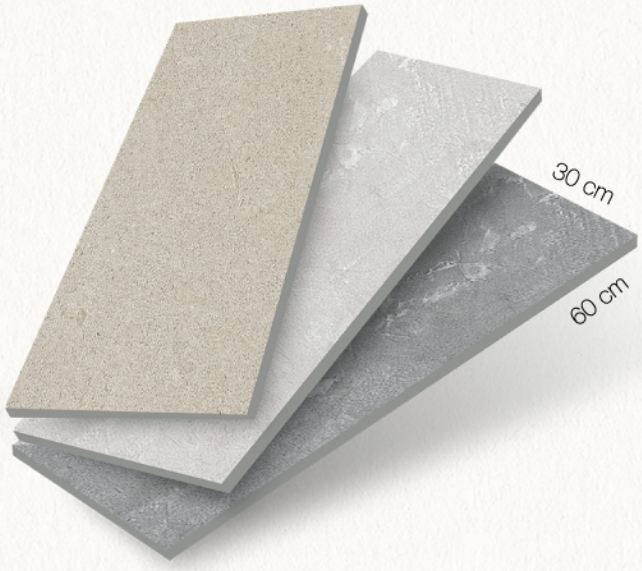

Wall and Floor | 30 x 60 Tiles

Hotline: 08000016609 www.akijceramics.net /akijceramics

AKIJ CERAMICS
Promise of Perfection

ANONYMEA

AKIJ BOARD
NOW YOU CAN

BOUNDLESS CREATIVITY IS IN YOUR HANDS

AKIJ BOARD OFFERS THE WIDEST RANGE OF COLORS AND TEXTURES

/akijboard

01712-503228

In association with:

uia
Union International Des Architects

CAA
Commonwealth Association of Architects

arcasia
Architects Regional Council of Asia

SAARCH
SAARC Association of Architects

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CHATTOGRAM CHAPTER

Apartment #A5 (4th floor), 12/B, S. S. Khaled Road, Chattogram-4000, Bangladesh.
Telephone: +8802333354411
Email: iabctg4000@gmail.com
Website: www.iab.com.bd
Facebook: www.facebook.com/iabctg